সংবাদ
28 DEC 2013
১০ ৪

পিরোজপুরে ৪ মাস ধরে বেতন না পেয়ে মানবেতর জীবনে ৫ শতাধিক শিক্ষক

প্রতিনিধি, পিরোজপুর

পিরোজপুর জেলার তিনটি উপজেলায় জাতীয়করণ ১১১টি সাবেক রেজিস্ট্রার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ শতাধিক শিক্ষক গত চার মাস ধরে বেতন ভাতা এমন কি সরকার ঘোষিত ২০% মহার্ঘ ভাতাও পাচ্ছেন না। পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

শিক্ষক সমিতি সূত্রে জানা যায়, স্বরূপকাঠিতে জাতীয়করণকৃত ৪৯টি সাবেক রেজিস্ট্রার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত ১৯৬ জন শিক্ষক ৩ মাস ধরে বেতন ভাতা এমন কি সরকার ঘোষিত ২০% মহার্ঘ ভাতাও পাচ্ছেন না। উপজেলা বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি শেখ মো. গাফফার ও সম্পাদক মো. রফিকুল ইসলাম জানান, শিক্ষকবৃন্দ বেতন ভাতাদি না পাওয়ার ফলে ভীষণ কষ্টে পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। কাউখালী উপজেলার ৯টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (বর্তমানে সরকারি) ৩৬ জন শিক্ষক চারমাস ধরে বেতনভাতা পাচ্ছেন না। বর্তমান সরকার সারা দেশে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে জাতীয়করণ করার ঘোষণার পর থেকে শিক্ষকরা নিয়মিত বেতনভাতা পাচ্ছেন না বলেন তারা জানান। ভান্ডারিয়া উপজেলার ৫৩টি স্কুলের ২ শতাধিক শিক্ষক গত ৪ মাস ধরে বেতন-ভাতা পান না।

কাউখালী কাজী হারুন আর রশীদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহ আলম জানান, সেপ্টেম্বর মাস থেকে তারা বেতন পাচ্ছেন না। চারমাস ধরে বেতনভাতা না পেয়ে শিক্ষকরা বর্তমানে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

অনেক শিক্ষক জানান, আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ধারদেনা এবং বাজারে দোকানদারের কাছ থেকে বাকিতে খরচ করে চলতে হচ্ছে। কিন্তু সময়মতো টাকা পরিশোধ করতে না পারায় দোকানিরা আর বাকি দিতে চান না। এদিকে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে শিক্ষকদের। ভান্ডারিয়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সালেহা খাতুন জানান, শিক্ষকদের চাকরি সরকারিকরণের প্রক্রিয়া চলছে, ইতোমধ্যে গেজেট হয়েছে, বেতন বরাদ্দ না আসায় শিক্ষকদের বেতন প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।

শিক্ষক নেতারা জানান, গত ৯জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় বেসরকারি রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের পর এই অচলাবস্থা শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণানুযায়ী ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি সরকারি আওতায় আনা হলেও এখন পর্যন্ত চালু হয়নি সরকারি বেতন। সরকার ঘোষিত সর্বশেষ ২০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতাও না পাওয়ায় এ সকল শিক্ষক পরিবার বর্তমানে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন বলেও একাধিক শিক্ষক জানান।